BA CBCS POLITICAL SCIENCE HONOURS

1ST SEMESTER

CC-1: Understanding Political Theory

TOPIC 2: Traditions of Political Theory: Liberalism

BY: PROF. SHYAMASHREE ROY

রাষ্ট্রের উদার দৃষ্টিভঙ্গি লিবারালিজমের দর্শনের উপর ভিত্তি করে, যা স্বাধীনতা, আধুনিকতা এবং অগ্রগতির ব্যাপকভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। আধুনিক রাষ্ট্রগুলির বিবর্তনের একই সময়কালের চারদিকে উদীয়মান, এটি রাষ্ট্রের বাইরে একটি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রকে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াসকে বোঝায়। ধীরে ধীরে লিবারেলিজম এই মতবাদের সাথে যুক্ত হয়ে যায় যে বিবাহ, সম্প্রদায়, ধর্ম, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলির মতো বিবিধ বিষয়গুলিতে পছন্দের স্বাধীনতা প্রয়োগ করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, দৈনন্দিন জীবনে প্রভাবিত করে এমন সমস্ত কিছুই (ম্যাকফারসন, 1973)। এই দৃষ্টিতে বিশ্ব প্রাকৃতিক অধিকারের সাথে নিখরচায় এবং সমান ব্যক্তি নিয়ে গঠিত। রাজনীতির উদ্বেগ হ'ল এই ব্যক্তিদের অধিকারের প্রতিরক্ষা হওয়া উচিত এমনভাবে যাতে তাদের নিজের ক্ষমতা উপলব্ধি করতে সক্ষম করা উচিত। ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রিত করার জন্য এবং তাদের স্বার্থের অনুসরণের প্রক্রিয়াগুলি ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি, প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতি এবং পরিবার যা স্বতন্ত্রভাবে পুরুষতান্ত্রিক পরিবার হিসাবে সংবিধানিক রাজ্য হতে হবে। লিবারেলিজম tradition এবং নিরঙ্কুশতার মুখে যুক্তি ও সহনশীলতার মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখার জন্য প্রশংসিত হয়েছে (ডান, 1979) সন্দেহ নেই যে, লিবারেলিজম ব্যক্তিদের জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির অধিকার উদযাপন করেছিল তবে উদারপন্থী ব্যক্তি সাধারণত পুরুষের মালিকানাধীন সম্পত্তি ছিল এবং নতুন স্বাধীনতা ছিল নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পুরুষদের জন্য প্রথম এবং সর্বাগ্রে। এটি উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমা বিশ্ব প্রথমে উদার ছিল এবং কেবল পরে, এটিও ব্যাপক দ্বন্দ্বের পরে, এটি গণতান্ত্রিক হয়েছিল, যখন সর্বজনীন ভোটাধিকার সর্বত্রই আদর্শ হয়ে ওঠে। সুস্পষ্টভাবে, ব্যক্তি এবং রাজ্যের একটি উদার ধারণাটি কমপক্ষে চারটি মৌলিক উপাদান নিয়ে গঠিত। প্রথমত, এটি ব্যক্তিবাদী। এটি কোনও সামাজিক সমষ্টিগততার দাবির বিরুদ্ধে ব্যক্তির নৈতিক আধিপত্যকে দাবী করে। দ্বিতীয়ত, এটি সমতাবাদী। এটি সকল ব্যক্তিকে সমান নৈতিক অবস্থান দেয় এবং মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের পার্থক্যের যে কোনও আইনি এবং / অথবা রাজনৈতিক আদেশের সাথে প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করে। তৃতীয়ত, এটি সর্বজনীন is এটি মানব প্রজাতির নৈতিক unityক্যকে নিশ্চিত করে এবং নির্দিষ্ট historical সমিতি এবং সাংস্কৃতিক রূপগুলিতে গৌণ গুরুত্ব দেয়। চতুর্থত, এটি মেলোরিস্ট। এটি সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের দক্ষতা এবং অযোগ্যতা স্বীকার করে (গ্রে, 1986)।

রাজ্যের অধিকার এবং বিষয়গুলির দায়িত্ব সম্পর্কে আরও কৌতূহল অনুসন্ধানকারী **হবস** প্রথম ছিলেন . তার চিন্তাভাবনা অ্যাবসোলুটবাদী রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে লিবারেলিজমের সংগ্রামের মধ্যবর্তী অবস্থানের রূপান্তর চিহ্নিত করে। এইভাবে তিনি একটি রাজনৈতিক দর্শন তৈরি করেছিলেন যা রাষ্ট্রের আধুনিক তত্ত্বের প্রতিবিম্বের জন্য প্রস্থান করার এক আকর্ষণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এটি লিবারাল ছিল কারণ হবস সমাজ ও রাষ্ট্রের

অস্তিত্বকে সামাজিক জীবনের উপাদান হিসাবে মুক্ত ও সমমানের ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করে এবং একটি চুক্তি বা দরকষাকষি করার ক্ষেত্রে সম্মতির গুরুত্বকে জোর দিয়েছিল, কেবল মানবিক বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং একটি সুরক্ষিত করার জন্য নয় সমাজে স্বাধীনতা এবং পছন্দ পরিমাপ, তবে এ জাতীয় নিয়ন্ত্রণকে বৈধতা দেওয়ার জন্য। আকর্ষণীয়ভাবে যথেষ্ট, তাঁর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি আইন তৈরি এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের পরিস্থিতি সুরক্ষিত করার জন্য একটি কার্যত সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে। সুতরাং, তাঁর চিন্তাধারা একদিকে ব্যক্তিত্বের দাবির মধ্যে একটি স্থির উত্তেজনা এবং অন্যদিকে (ম্যাকফারসন) শান্তিপূর্ণ ও পণ্যদ্রব্য জীবনযাপন নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় শক্তি প্রতিফলিত করে। ব্যক্তির আচরণের স্ব-সন্ধানের প্রকৃতি এবং মিথস্ক্রিয়াটির ধরণগুলি রাষ্ট্রের অবিভাজ্য শক্তি প্রয়োজন। অরাজকতার হুমকি মোকাবেলায় রাষ্ট্রকে অবশ্যই সিদ্ধান্তমূলকভাবে কাজ করতে সক্ষম হতে হবে। সুতরাং, এটি একক শক্তি হিসাবে অভিনয় করতে শক্তিশালী এবং সক্ষম হতে হবে। রাজ্য এবং এর ক্রিয়াকলাপগুলি বৈধ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে এবং অবশ্যই হবে। 'লিবিয়াথান' বা সার্বভৌম রাজ্য জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে, স্বতন্ত্র স্বার্থের যোগফলকে উপস্থাপন করে এবং এইভাবে ব্যক্তিদের তাদের জীবনযাপন করতে এবং শান্তিপূর্ণভাবে তাদের প্রতিযোগিতামূলক এবং অধিগ্রহণমূলক ব্যবসায়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

জন লক (1632-1704) স্ব-সন্ধানকারী ব্যক্তিদের স্বার্থ দেখাশোনা করার জন্য একটি অবিভাজ্য সার্বভৌম পাবলিক পাওয়ার হিসাবে রাষ্ট্রের হবিসিয়ান ধারণার একটি মৌলিক আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। তিনি এক মহান লিবিয়াথনের ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যা সমস্ত সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রণী, একটি অবিস্মৃত প্রতিষ্ঠা করে এবং সার্বভৌমের ইচ্ছা অনুযায়ী আইন প্রয়োগ করে। এখানে লক্ষণীয় যে লক 1688 সালের বিপ্লব ও বন্দোবস্তকে অনুমোদিত করেছিলেন যা ইংল্যান্ডের ক্রাউন কর্তৃপক্ষের উপর কিছু সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছিল। তার জন্য, রাজ্য (বা লক হিসাবে সরকার প্রায়শই এটি প্রয়োগ করে) তার নাগরিকদের জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পদ বা সম্পত্তির সুরক্ষার জন্য একটি উপকরণ হিসাবে ধারণা করা উচিত এবং আইনের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে ব্যক্তির অধিকারগুলির সুরক্ষা। সমাজ রাষ্ট্রের পূর্বে বিদ্যমান, এবং সমাজকে গাইড করার জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। লকের সম্মতিতে সরকারের গুরুত্বের উপর জোর জোর দেওয়া হয়েছিল, যা যদি সরকার 'পরিচালিত মানুষের মঙ্গল' রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় তবে তা প্রত্যাহারযোগ্য হতে পারে। আইনী সরকার তার নাগরিকদের সম্মতি প্রয়োজন এবং জনগণের আস্থা লঙ্ঘিত হলে সরকার বিলুপ্ত হতে পারে। লকের মতে, রাজ্য গঠন বিষয়গুলির সমস্ত অধিকার রাজ্যে স্থানান্তর করার ইঙ্গিত দেয় না। আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের অধিকার (আইনী ও কার্যনির্বাহী অধিকার) স্থানান্তরিত হয়, তবে পুরো প্রক্রিয়াটি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যে: জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি সংরক্ষণের উপর শর্তযুক্ত। সার্বভৌম ক্ষমতা বা সার্বভৌমত্ব জনগণের কাছে থেকে যায়। সুতরাং, একটি Absolutist রাষ্ট্র এবং কর্তৃপক্ষের নির্বিচারে ব্যবহার সমাজের অখণ্ডতা এবং চূড়ান্ত প্রান্তের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। লকের মতে রাষ্ট্রটি সমাজের নিয়ন্ত্রক এবং রক্ষাকারী হওয়া উচিত যাতে ব্যক্তিরা তাদের প্রয়োজনগুলি পূরণ করতে এবং অন্যের সাথে মুক্ত বিনিময় প্রক্রিয়াতে তাদের সক্ষমতা বিকাশ করতে সক্ষম হয়। সুতরাং, লককে সহজেই লিবারেলিজমের প্রথম অন্যতম চ্যাম্পিয়ন বলা যেতে পারে কারণ তাঁর কাজগুলি স্পষ্টতই ব্যক্তির অধিকার, জনপ্রিয় সার্বভৌমত্ব, সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ক্ষমতার বিভাজনের অধিকারের দ্বারা আমরা

উদার গণতন্ত্র নামে অভিহিত হতে পারে সেই বিকাশের উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে, সাংবিধানিক রাজতন্ত্র এবং সরকারের প্রতিনিধি ব্যবস্থা।

আইনত অনুমোদিত রাজনৈতিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা আরও দুটি উদার গণতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য **অ্যাডভোকেট জেরেমি বেন্থাম (1748-1832) এবং জেমস মিল (1773-1836)** দ্বারা গ্রহণ করেছিলেন। এই দুই চিন্তাবিদদের জন্য, লিবারেল গণতন্ত্র একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত ছিল যা শাসিতদের গভর্নরদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। যেমন বেন্টহাম লিখেছিলেন: "একটি গণতন্ত্র ... এর বৈশিষ্ট্যযুক্ত বস্তু এবং প্রভাবের জন্য রয়েছে ... তার সদস্যদের হাতে তাদের সদস্যদের অত্যাচার ও অবনতির বিরুদ্ধে সুরক্ষিত করার জন্য এটি তার প্রতিরক্ষার জন্য নিযুক্ত করেছে"। সুতরাং, নাগরিকদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার থেকে রক্ষা করতে গণতান্ত্রিক সরকার প্রয়োজন। ম্যাকফারসন এটিকে একটি "গণতন্ত্রের জন্য প্রতিরক্ষামূলক মামলা" বলেছেন। বেনথাম ও মিল যুক্তি দিয়েছিলেন যে "কেবলমাত্র ভোটের ব্যবস্থা, গোপন ব্যালট, সম্ভাব্য রাজনৈতিক নেতাদের (প্রতিনিধিদের) মধ্যে নির্বাচন, নির্বাচন, ক্ষমতা বিচ্ছিন্নকরণ এবং সংবাদমাধ্যম, বক্তব্য এবং জনসাধারণের সহযোগিতার স্বাধীনতার দ্বারা সাধারণভাবে জনগণের আগ্রহের পক্ষে ব্যবস্থা নিতে পারে" সহ্য করা। তারা সামাজিক চুক্তি, প্রাকৃতিক অধিকার এবং প্রাকৃতিক আইন ধারণাকে বিভ্রান্তিকর দার্শনিক কল্পকাহিনী হিসাবে ভেবেছিল, যা রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের প্রতিশ্রুতি ও কর্তৃত্বের আসল ভিত্তিকে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এই ভিত্তিটি প্রকৃত মানবিক আচরণের আদিম এবং অদম্য উপাদানগুলি উপলব্ধি করে বোঝা যায়। তাদের মতে মানুষের অপ্রতিরোধ্য অনুপ্রেরণা হ'ল তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলি পূর্ণ করা, তাদের সন্তুষ্টি বা উপকরণগুলি সর্বাধিক করে তোলা এবং তাদের দুর্দশা হ্রাস করা; সমাজে ব্যক্তিরা যতটুকু ইউটিলিটি সন্ধান করে থাকে যা তারা যা চায় তা থেকে পেতে পারে; সরকারকে অবশ্যই ইউটিলিটির নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করতে হবে। বেনথাম এইভাবে নিখরচায় শিক্ষার, গ্যারান্টিযুক্ত কর্মসংস্থান, ন্যূনতম মজুরি, অসুস্থতার সুবিধা এবং বার্ধক্যের বীমা এবং দরিদ্রদের থেকে পৃথক হয়ে দরিদ্রদের তদারকির জন্য কৃষি সম্প্রদায় এবং শিল্প ঘরগুলির ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করেছিল। রাষ্ট্রকে অবশ্যই সতর্কতার সাথে গণনা করার মাধ্যমে সর্বাধিক সংখ্যক সর্বাধিক সুখের অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্য রাখতে হবে, যা বেনথাম এবং মিলের মতে জনসাধারণের মঙ্গল-বোধের একমাত্র বৈজ্ঞানিকভাবে সংজ্ঞাযোগ্য মাপদণ্ড ছিল। এর চারটি সহায়ক লক্ষ্যও ছিল: "জীবিকা নির্বাহের জন্য; প্রাচুর্য উত্পাদন; সমতার পক্ষে; সুরক্ষা বজায় রাখতে "। রাজ্য যদি এই লক্ষ্যগুলি অনুসরণ করে তবে এটি পালন করা নাগরিকের স্বার্থে হবে। সুতরাং, বেনথাম এবং মিল লিবারেল ডেমোক্রেটিক স্টেটের অন্যতম স্পষ্ট ন্যায়সঙ্গততা সরবরাহ করেছিল যা ব্যক্তিদের পক্ষে স্বেচ্ছাসেবী রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ঝুঁকি ছাড়াই তাদের স্বার্থ অনুসরণ করার জন্য এবং অর্থনৈতিক লেনদেনে অবাধে অংশ নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি নিশ্চিত করে। এই ধারণাগুলি নবিংশ শতাব্দীর লিবারালিজমের ভিত্তিতে পরিণত হয়েছিল, যেখানে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং মুক্ত বিনিময়ের নিয়ম অনুসারে ব্যক্তিদের অনুসরণ করা অবস্থায় রাষ্ট্রের আম্পায়ার বা রেফারির ভূমিকা ছিল পর্যায়ক্রমিক নির্বাচন, রাজতন্ত্রের ক্ষমতা বিলুপ্তি, রাজ্যের অভ্যন্তরে ক্ষমতার বিভাজন এবং মুক্ত বাজারের ফলে সকল নাগরিকের সর্বোচ্চ সুবিধা হত।

যদি বেনথাম এবং মিলকে অনিচ্ছুক গণতন্ত্রবাদী বলা হয়, **জন স্টুয়ার্ট মিল** গণতন্ত্রের স্পষ্ট উকিল ছিলেন, তিনি মানবিক প্রচেষ্টার সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সীমা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। লিবারেল

গণতান্ত্রিক বা প্রতিনিধি সরকার তাঁর পক্ষে ব্যক্তিত্বের অবাধ বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং রাজনৈতিক জীবনে অংশ নেওয়া সরকারের প্রতি সরাসরি আগ্রহ তৈরি করার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং ফলস্বরূপ, জড়িত, অবহিত ও বিকাশযুক্ত নাগরিকত্বের ভিত্তি ছিল। ম্যাকফারসন এবং ডানের মতে, জেমস মিল নৈতিক স্ব-বিকাশের একটি প্রধান প্রক্রিয়া এবং 'মানবিক উৎকর্ষতা' অর্জনের প্রধান ব্যবস্থা হিসাবে গণতান্ত্রিক রাজনীতি কল্পনা করেছিলেন। মিলের মতে প্রতিনিধি গণতন্ত্রের একটি ব্যবস্থা সরকারকে নাগরিকের কাছে দায়বদ্ধ করে তোলে এবং জনস্বার্থ অনুসরণে সক্ষম বুদ্ধিমান নাগরিক তৈরি করে। সুতরাং, ধ্রুপদী উদারবাদী রাজ্য প্রতিবাদ ও অসন্তুষ্টি থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল, যার ফলে সদ্য উত্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিগুলি শক্তি কাঠামোর পুরানো পদ্ধতিটিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা পবিত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ উভয়ই অপ্রয়োজনীয় বাধা থেকে উত্পাদন ও বাণিজ্য মুক্ত করতে চেয়েছিল। পরিষেবাগুলি কী হওয়া উচিত এবং তাদের জন্য কত অর্থ প্রদান করা উচিত তা নির্ধারণের জন্য তারা একটি ভয়েস চেয়েছিল। তারা এমন একটি রাষ্ট্র চেয়েছিল, যা সমৃদ্ধি, শিল্প এবং উদ্যোগকে সম্মানিত করেছিল, যেমন তারা একটি সমাজ চেয়েছিল, যা অপ্রচলিত শ্রেণিবিন্যাসের সাথে সজ্জিত করতে পারে যেখানে সম্মানিত স্থানগুলি উচ্চ বংশোদ্ভূত অভিজাতদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। তবে, যদি কোনও রাজ্য ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষাগুলি পূরণ করতে সক্ষম হয়, তবে এটি চূড়ান্ত বাধ্যতামূলক কর্তৃপক্ষ হিসাবে, ক্রীতদাস, মুক্ত বা শ্রমজীবীকে লুণ্ঠন করতে পারে। এই দ্বন্দ্বই লিবারেলদের তাদের রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা এবং এটির ভয়ের মধ্যে ছিঁড়ে ফেলেছিল। তারা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব এবং ব্যক্তির স্বাধীনতাকে বিপরীত হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছিল, কেবল এটি আবিষ্কার করার জন্য যে তারা উভয়টির সাথেই তারা বিতরণ করতে পারে না। শাস্ত্রীয় উদারপন্থীরা তাই রাজ্যটিকে সন্দেহজনক হিসাবে অনুধাবন করে, কারণ এতে ক্ষমতা এবং শক্তি দুর্নীতির অধিকার রয়েছে। তারা স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার জন্য জোর দিয়ে থাকে। তাদের জন্য, 'রাষ্ট্র সবচেয়ে ভাল পরিচালনা করে যা সেরা'। উদাহরণস্বরূপ, জে.এস. মিল শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুদের ও পাগলদের যত্ন, গরিবদের জন্য ত্রাণ, জলের মতো জনসমাগম ও কাজের ঘন্টা নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ''ছিক' ক্ষেত্রগুলি নির্দেশ করে। ধ্রুপদী উদারপন্থীদের দ্বারা অনুমোদিত রাষ্ট্রের নেতিবাচক কাজগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হ'ল অন্যের দুষ্টামির বিরুদ্ধে ব্যক্তি ও সম্পত্তির সুরক্ষা। দ্বিতীয়ত, রাজ্য ব্যক্তিদের মধ্যে চুক্তির বাধ্যবাধকতাগুলি প্রয়োগ করতে চায় এবং চুক্তিগুলি কার্যকর করার সময় রাজ্য ব্যক্তিদের আচরণে নিয়ন্ত্রণ করে না, প্রত্যক্ষ বা হস্তক্ষেপ করে না; এটি কেবল তাদের প্রকাশিত ইচ্ছাকেই কার্যকর করে। তৃতীয়ত, রাজ্যটি বিনিময়কে উত্সাহিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে যাতে ক্রেতা ও বিক্রেতারা, উত্পাদক এবং ভোক্তা, নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিকরা বাজারে অ্যাক্সেস পেতে পারে। এই তৃতীয় কার্যক্রমে কেবলমাত্র স্ট্যান্ডার্ড বিনিময়, অভিন্ন মুদ্রা, মানক ওজন এবং ব্যবস্থার ব্যবস্থা নয়, তবে রাস্তা, রেলপথ, টেলিফোন এবং যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমের মতো লেনদেনের শারীরিক উপায়েও জড়িত। চতুর্থত, সাধারণ কল্যাণ অর্জনের জন্য রাজ্যকে অবাধ প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে হবে। শেষ অবধি, রাজ্য জনশিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং শিশুদের যত্ন এবং সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণিকে সাধারণ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের থেকে পৃথক হিসাবে কিছু সম্মোহক কার্য সম্পাদন / সম্পাদন করতে পারে। এই উপলব্ধি কল্যাণ রাজ্যের ধারণাগুলির জন্য প্রশস্ত উপায়। কল্যাণ রাজ্য বা নিউ লিবারালসের সমর্থকরা বেসরকারী উদ্যোগে বা রাজ্যের কোনওভাবেই নুতনত্বের বিষয়ে কোনও দর্শন তৈরি করেনি। তারা পুঁজিবাদের সৃজনশীল সম্ভাবনায় বিশ্বাস অব্যাহত রাখে, তবে কার্যকর সরকারী সংস্থাগুলির মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা সম্মিলিত বুদ্ধি দ্বারা এটি পরিচালিত / পরিচালিত হয়। সুতরাং, কল্যাণ রাজ্যটি প্রতিবন্ধীদের ও সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে, অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার করতে এবং অর্থনৈতিক অসুবিধার জন্য ক্ষমতার এ জাতীয় ঘনত্বের প্রসারণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়ের একটি পুনঃস্থাপনের লক্ষ্য ছিল। অ্যাংলো-আমেরিকান বিশ্বে এটির বিশাল প্রভাব ছিল সন্দেহের বাইরে কিন্তু এটি আপাতদৃষ্টিতে অন্তহীন বিতর্ক এবং সংঘাতের জন্ম দেয়। উদাহরণস্বরূপ, রুউস সামাজিক চুক্তির একটি ধারণা নিয়ে এসেছিল যা স্ব-নিয়ন্ত্রণ বা স্ব-সরকার পরিচালনার সম্ভাবনা তৈরি করে। তিনি বলেছিলেন যে সার্বভৌমত্ব কেবল স্থানান্তরিত হতে পারে না এবং করা উচিত নয় কারণ এটি প্রতিনিধিত্বও করতে

পারে না এবং বিচ্ছিন্নও হতে পারে না। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, "সার্বভৌমত্ব কেবল মানুষের মধ্যেই উদ্ভূত হয় না, এটি সেখানে থাকা উচিত" (সেক: ক্র্যানস্টন, 1986)।

রুউস/ROUSSEAU ব্যক্তিদের সরাসরি তাদের আইন নিয়ন্ত্রণের আইন তৈরির ক্ষেত্রে আদর্শভাবে জড়িত হিসাবে দেখেছিলেন। সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ হ'ল লোকেরা যে বিধি-বিধানের মাধ্যমে তারা বেঁচে থাকে রুসোর চিন্তায় স্ব-সরকারের এই ধারণাটি কেবল একটি রাজ্য তৈরি করে না - একটি রাজনৈতিক আদেশ যা জনসাধারণের বিষয়বস্তুতে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেয়, তবে একধরণের সমাজ গঠনে লক্ষ্য করে - এমন একটি সমাজে যেখানে রাষ্ট্রের বিষয়গুলি হয় সাধারণ নাগরিকের বিষয়গুলিতে সংহত।

টি এইচ। গ্রিন অবশ্য লিবারাল দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে রাজ্য কোনও 'ইচ্ছা' বা 'শৈল্পিক' নয়, বরং এমন একটি সংস্থা যার উদ্দেশ্য সাধারণ মঙ্গল নিশ্চিত করা। তিনি রাউসের জেনারেল উইলের তত্ত্বের সাথে অস্টিনের সার্বভৌমত্বের তত্ত্বের সাথে একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করেন যে সর্বোচ্চ বাধ্যতামূলক শক্তি রাষ্ট্রের দৃশ্যমান উপস্থিতি নির্দেশ করে, তবে রাষ্ট্রকেও এমন একটি নৈতিক শৃঙ্খলা বলে প্রত্যাশা করে যা স্বতন্ত্র পরিচয়ের সংশ্লেষ করে। সুতরাং, গ্রিনের মতে কোনও রাষ্ট্রের কাজ আইন শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ নয় বরং ব্যক্তিদের নৈতিক বিকাশে বাধা অপসারণ। রাজ্যটি নৈতিক, কারণ এটি এমন শর্ত তৈরি করে যা তার সদস্যদের তাদের প্রাথমিক সম্ভাবনাগুলি পূরণ করতে সক্ষম করে। নিজে থেকে বল প্রয়োগ করা কোনও রাজ্যের বৈধ ভিত্তি হতে পারে না। তিনি দাবি করেন কিন্তু স্বীকার করেন যে যখন সম্প্রদায়ের সাধারণ মঙ্গল দ্বারা অনুমোদিত নির্দিষ্ট লক্ষগুলি অর্জন করতে ব্যবহার করা হয় তখন কিছু পরিমাণ শক্তি বৈধ হতে পারে। সুতরাং, "উইল, জোর করা নয়, রাষ্ট্রের ভিত্তি", সবুজ ঘোষণা করে। টি.এইচ. বিশ্বাস করা হয় যে সবুজ ইংরাজী লিবারেলিজমের খুব মৌলিক চরিত্রকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বেসরকারী সদ্ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের সামগ্রিক হিসাবে নয় বরং সাধারণ ভাল এবং ইতিবাচক স্বাধীনতা উপলব্ধি করার একটি ডিভাইস হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে পরিবর্তিত করেছে। গ্রিনের রিভিশনারি লিবারেলিজম হবহাউসের লেখায় এর নিয়মতান্ত্রিক চিত্রটি পেয়েছিল যিনি মিল ও গ্রিনের দর্শনকে সংশ্লেষ করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি পিতৃতান্ত্রিক ভিত্তিতে নয় বরং একটি উদার সমাজের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসাবে সবার জন্য কিছুটা সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা গ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতার ধারণা জেনারেল উইলকে সাধারণ ভালোর জন্য কাজ করা থেকে বিরত রাখতে পারে না এই বিশ্বাস করে তিনি সুযোগের সাম্যের মূল্যমানের উদারতা অর্জনে কল্যাণমূলক পদক্ষেপের অবদানের উপরও জোর দিয়েছিলেন। কেইনস এবং বেভারিজ মানবিক কারণে জনগণের নিয়ন্ত্রণের প্রসারকে ন্যায্যতা দিয়ে এটিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইংল্যান্ডে কেনেসিয়ান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রুজভেল্টের নতুন চুক্তির সূচনা হয়েছিল এমন একটি জনমতকে প্রতিফলিত করে যা কোনও কর্মী রাষ্ট্র এবং মিশ্র অর্থনীতির পক্ষে পুরানো উদার tradition এবং নতুন সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মধ্যবর্তী মাঝের মতো কিছু। যাইহোক, এখনও যারা ছিলেন তারা বর্তমানের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটছিলেন এবং ক্লাসিকাল লিবারালিজমের প্রতি আনুগত্যের দাবি করেছিলেন। তাদের মধ্যে সর্বাধিক লক্ষণীয় ছিল **এফ.এ. হায়াক এবং নোজিক** যারা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা এবং সমষ্টিবাদকে সর্বগ্রাসীতার দিকে নিয়ে গিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং মুক্তবাজারে এবং স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক ব্যবস্থাতে ফিরে আসার আবেদন করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে কার্যকর সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি কোনও সার্বিক সংগঠন ছাড়া শক্তি বা কর্তৃত্বের অনুশীলন, জবরদস্তি ছাড়াই এবং এভাবে স্বতন্ত্র স্বাধীনতার সাথে আপোষ না করে কাজ করতে পারে।

লিবারাল দৃষ্টিভঙ্গির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশক হলেন **কার্ল পপার** যিনি সমাজের পাইকারি রূপান্তরকে প্রত্যাখ্যান করেন যা মার্কস সামাজিক প্রতিষ্ঠানের টুকরোচাল সংস্কারের (বা সামাজিক প্রকৌশল হিসাবে তিনি এটি বলতে চান) যুক্তিসঙ্গত হিসাবে সমর্থন করেন। একইভাবে, **যিশাইয় বার্লিন** 'নেতিবাচক স্বাধীনতার' গুরুত্বের বিশদ প্রতিরক্ষা প্রস্তাব করে। যাইহোক, লিবারালিজমের সর্বাধিক অসাধারণ পুনর্জাগরণটি জন রোলসের লেখায় আসে, যিনি ন্যায়বিচারের ধারণা গড়ে তুলেছিলেন যা স্বাধীনতা

এবং পারস্পরিক সম্মানের সাথে একত্রীকৃত। তিনি সমাজ কল্যাণ সর্বাধিকীকরণের লক্ষ্যে ইউটিলিটারিটিজমের লক্ষ্য ধরে রেখেছেন তবে ব্যক্তিদের পৃথকীকরণের জন্য জোর দিয়েছিলেন যাতে সমাজের শেষ প্রান্তে কেউই যেন মাধ্যম হিসাবে দেখা না যায়। তিনি আরও জোর দিয়েছিলেন যে সহযোগিতা, সহনশীলতা এবং পারস্পরিক সুবিধা হ'ল একটি সুশৃঙ্খল সমাজের স্থায়িত্বের চাবিকাঠি।